গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৯-৩২৯

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬ / ০৪ নভেম্বর ২০১৯

বিষয় : সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১২.১১.২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ:

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. উপপ্রধান(পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. সিনিয়র সহকারী সচিব .....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৭. সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৮. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৯. সহকারী সচিব.....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৯-৩২৯

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬ / ০৪ নভেম্বর ২০১৯

অনুলিপি :

১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ১৩ অক্টোবর ২০১৯, সকাল : ১০.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে সদ্য যোগদানকারী মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি পরিচয় প্রদান করেন এবং সকলের সাথে পরিচিত হোন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (আগস্ট, ২০১৯) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	আগস্ট, ২০১৯ এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ :**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** ক্র. | গৃহীত কার্যক্রম | পরিসংখ্যান ১. | আলোচনা সভা | ৩৮২টি ২. | মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার | ৫৯টি ৩. | মাদকবিরোধী এলইডি বিলবোর্ড ক্রয় | ৫টি ৪. | মাদকবিরোধী অভিযান | ৫৫৫৭টি ৫. | মামলা দায়ের | ১৫৭৫টি ৬. | আসামির সংখ্যা | ১৬৮২জন ৭. | ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়ন | চলমান ৮. | ইশতেহার অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | চূড়ান্ত পর্যায়ে	• মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম আরো সক্রিয় করা; • মানবদেহে মাদক গ্রহণের ফলে ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে পরামর্শক্রমে জনবহুল এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা মাদকপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় রোহিঙ্গা শিবিরের প্রবেশ পথে/সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে মাদকবিরোধী সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করা। • নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের	• ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ**

	নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** • জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। • কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধাসহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করে ৭.১০.১৯ তারিখে অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। • জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ে ৩০.০৮.১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । • বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি প্রণয়ন । • অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার কোন অগ্রগতি নেই। • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধাসহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত প্রেরণ করা; • বৃহত্তর জেলাসহ মাদকপ্রবণ জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা; • অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে দ্রুত নীতিমালা প্রস্তুত করা। • সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা; • সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে নজরদারিতে আনা। • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহেও আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে দ্রুত একটি নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা; • প্রত্যেক প্রকল্পের সাইটে সাইটবুক রাখতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সাইট পরিদর্শন করে সাইটবুকে মন্তব্য/সুপারিশ লিখে স্বাক্ষর করবেন। • জনবল সংক্রান্ত বেশ কিছু পদের আইবাস কোড অর্থবিভাগে লিপিবদ্ধ নেই। এ ব্যাপারে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত সমস্যা দ্রুত নিরসন করা।	**প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।;	• প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়নেযর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	•ঢাকাতে দুটি এবং অন্য সাতটি বিভাগীয় শহরে সাতটি মোট ৯(নয়)টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
	নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা। অভিযান নিম্নরুপ:	• সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা; • সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে .২ (দশমিক দুই) মি:গ্রা: মাত্রার বেশি নিকোটিন	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ**

	<table><tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr><tr><td>জুলাই, ২০১৯</td><td>৫০২০</td></tr><tr><td>আগস্ট, ২০১৯</td><td>৬৪৫৬</td></tr><tr><td>সেপ্টেম্বর, ২০১৯</td><td>৫৫৫৭</td></tr><tr><td>মোট =</td><td>১৭০৩৩</td></tr></table> • ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল হতে প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।	ও এসেন্স ক্যারামেল মিশ্রিত 'ফ্রুট স্লাইস' সহযোগে তৈরি সীসা কি-না তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাই করা ফলাফল সমন্বয়সভাকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখা;	প্রধান।
	নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মককর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।	...	বাস্তবায়িত
	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। • সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ২টিসহ এ পর্যন্ত ৩১৩টি লাইসেন্স প্রদান ও ৫৪টি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নজরদারি বৃদ্ধি করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	• ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এ বিভাগের মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ কর্তৃক জননিরাপত্তা বিভাগকে দাপ্তরিক ও পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে অনুরোধ করা; • ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বাংলাদেশ মিয়ানমার ভারতকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	...	বাস্তবায়িত
২.২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (ফেইজ-২)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা ১৪.০৫.১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ০৮.০৯.১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	• পিইসি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। • ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা • মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়াতে প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যাক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। • সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	• সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান পদসমূহের নাম ও গ্রেড পরিবর্তনের জন্য যথাযথ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (এফআরএসওডব্লিউ) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১১.০৯.১৯ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান ।	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে; • সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ-র সাথে সমন্বয় করে যানবাহনের ফিটনেস টেস্ট-এর সময় সিলিন্ডারের টেস্টিং নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে বিআরটিএ যানবাহনের ফিটনেসের বিষয়টি তদারকি করবে বিআরটিএ এর সাথে সমন্বয়সাধনে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। • পরিকল্পনা শাখা হতে ০৯.০৭.১৯ তারিখে অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। • ডুবুরি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ০১.০৮.১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	• অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক জনবল নিয়োগ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। • **ত্রিশাল- বাস্তবায়িত** • **নান্দাইল- বাস্তবায়িত** • গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে।	• গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। • সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। • তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে।	• ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা; • দোয়ারা বাজার উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা; • তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • **বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত** • বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।	• তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • পূর্তকাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২৬.০৮.১৯ তারিখে জমির মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ৩৭,৩৪,৪৯২/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	• মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্তকাজের দরপত্র আহবানের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। • ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় অধিগ্রহণ বিষয়ে মামলা চালু থাকায় বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। • ফুলবাড়ী, উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ৯৪% সম্পন্ন হয়েছে। • রাজারহাট উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।	• ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করা। • জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; ফুলবাড়ী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • রাজারহাট উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। • রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন এর পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন। • **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত** • কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।		**বাস্তবায়িত**

২.৩	**কারা অধিদপ্তর :**		
	২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:		
	নির্দেশনা-১ : **কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** • ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তরের অপেক্ষায় আছে; • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুননির্মাণকাজ ৫০%, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ ৬০%, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণকাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে; • নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে একটি কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুননির্মাণ প্রকল্প, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্প কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; • নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দির মুক্তির বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• কারা অধিদপ্তর ও কারাগারসমূহের অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন করিয়ে আনার জন্য দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনো পাওয়া যায়নি।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। •স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন "মেডিকেল ইউনিট" গঠনের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯.০৬.১৯ তারিখ ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা ০৮.০৭.১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	• বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন হতে নন ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কারা হাসপাতাল এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক পদ এর শূন্যপদ পূরণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব প্রস্তুত করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। • ০১.০৯.১৯ তারিখে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ১৭৫০ জন।	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**
	নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। • Demolition কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
	নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

মোট কারারক্ষী	প্রশিক্ষণ গ্রহণকরী	চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	অবশিষ্ট
৮৪৯৩	২৫৭৩	৩২০	৫৯২০

	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। • এ বিষয়ে মতামতের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।	• আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) • বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন চলমান।	• যে সকল কারাগারে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে সে সকল কারাগারের বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • প্রিজন ক্যাশ (পিসি) এর নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। • গাড়ী ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।	• প্রাপ্ত বাজেট অনুযায়ী কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস সংগ্রহ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। • অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে ১৬.০৯.১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ডিপিপির উপর ১৫.৩.২০১৮ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৭.৭.১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ০৮.৮.১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।	• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।	• যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। • প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭%। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	• মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত প্রকল্পের নির্মাণকাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	• কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: • কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখা; • কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা; • বন্দিদের কাউন্সিলিং-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

ক্র	গৃহীত কার্যক্রম	সুবিধাভোগী/ বৃদ্ধিকরণ
১	৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৩,০০৩ জন
২	প্রিজন লিংক 'স্বজন' চালুকরণ	কার্যক্রম চলমান
৩	আইনি সহায়তা প্রদান	আইনি সহায়তা- ৯৭,৯৪০ জন মুক্তিপ্রাপ্ত- ১১,১৪০ জন
৪	নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন	সকল কারাবন্দি
৫	ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের ভাতা বৃদ্ধি	৫০ হতে

		২০০ টাকা		
	৬	লভ্যাংশ প্রদান	অব্যাহত আছে	
	৭	পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি	২০ হতে ৫০০ টাকা	
	৮	ইফতারির বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	১৫ হতে ৩০ টাকা	
	৯	স্থানান্তরকালে খোরাকী ভাতা বৃদ্ধি	১৬ হতে ১০০ টাকা	
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। • জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৩৪ হাজার ১ শত ৮৫ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।		• কারাগারে আটক বন্দিদের কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। • **আংশিক বাস্তবায়িত।** • ৪৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) চলমান । ২০.০৮.১৯ তারিখে প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভায় জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ১৫.৯.১৯ তারিখে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে; • কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।		• কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নতুন নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করার জন্য প্রজ্ঞাপনসহ খসড়া নিয়োগ বিধিমালা প্রস্তুত করে ১৩.৬.২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ১১.৭.২০১৯ তারিখ প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি কতিপয় অসঙ্গতি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়োগবিধির অসঙ্গতি গঠিত কমিটি কর্তৃক সংশোধন করা হচ্ছে যা শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।		• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা গারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। • আংশিক বাস্তবায়িত। • চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে; • প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাবের উপর ০৪.০৯.১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।		• 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার দ্রুত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা।	• দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। • ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন-২ এ প্রাথমিকভাবে ৩টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ই-গেইট- এর সার্ভার রুম স্থাপনের কাজ চলমান । • ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের Data Center এর সকল Server স্থাপন সফলভাবে স্থাপন হয়েছে। Operating System Installation করা হয়েছে এবং Functional Test সফল হয়েছে। • ই-পাসপোর্ট সফটওয়ার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে,তবে কিছু application এর কাজ বাকী রয়েছে। • ই-পাসপোর্টের-এর ফিস জমাদানের জন্য ৫টি ব্যংকের সাথে ইন্ট্রিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। • এমআরপি হতে ই- পাসপোর্ট এ Data migration পরীক্ষা মূলকভাবে সফল হয়েছে। পূর্নাঙ্গ migration চলমান রয়েছে। • ই- পাসপোর্টের আবেদন ফরম, ফি ও মেয়াদ নির্ধারণ পূর্বক এ সংক্রান্ত পরিপত্র সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে । • ই-ভিসা ও ই-টিপি চালুকরণের নিমিত্ত খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• বাংলাদেশে পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার -ই' কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প ' কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা; • সর্বোপরী নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। • কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	---	**বাস্তবায়িত**

	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে	•	**বাস্তবায়িত**

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ